যুগান্তর

তারিখ 20 MAR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

টঙ্গীতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

গুলিবিদ্ধ ১ আহত ২

ঢাকা (উত্তর) ও টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে পোশাক কারখানার এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পিস্তলের বাটের আঘাতে আহত হয়েছেন আরও ২ জন। গুলিবিদ্ধ পোশাক শ্রমিক উজ্জ্বল হোসেনকে (২২) শুক্রবার মধ্যরাতে টঙ্গী সরকারি হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সংঘর্ষকালে প্রতিপক্ষের পিস্তলের বাটের আঘাতে ২ জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার রাতে টঙ্গীর মুদাফায় হাজী সৈয়দ আলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে চৈতালী নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন মঞ্চ নাটক আয়োজন করে। নাটক চলাকালে রাত ১০টার দিকে পূর্ববিরোধের জেরে অনুষ্ঠানস্থলে টঙ্গী থানা ছাত্রলীগের সভাপতি কানন মোল্লার সমর্থকদের সঙ্গে টঙ্গী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক সজীব হোসেন জয়ের সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে। এতে ছাত্রলীগ নেতাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অনুষ্ঠানস্থল ও আশপাশের এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার্থে অনুষ্ঠানের আয়োজক, অতিথি ও দর্শকরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। স্কুলগেট দিয়ে দৌড়ে বের হওয়ার সময় বাঁ পায়ের উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্থানীয় তামিশনা ডায়িং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শ্রমিক উজ্জ্বল হোসেন। একই সময় প্রতিপক্ষের পিস্তলের বাটের আঘাতে আহত হন টঙ্গী থানা ছাত্রলীগ সভাপতি কানন মোল্লা সমর্থক স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা আবু সালেহ পিন্টু (২০) ও তার চাচা কামাল হোসেন (৪৫)। উজ্জ্বলের বাড়ি শেরপুর সদর থানার দশানিপাড়ায়। মুদাফায় আলী মেম্বারের বাড়িতে ভাড়া থাকেন তিনি।

আহত ছাত্রলীগ নেতা আবু সালেহ পিন্টু বলেন, আসন্ন ২৬ মার্চ উপলক্ষে স্থানীয় সংসদ সদস্য জাহিদ আহসান রাসেলের পক্ষে সব মুক্তিযোদ্ধাকে সালাম, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ১৭ মার্চ আমার চাচার মালিকানাধীন বিলবোর্ডে একটি ফেস্টুন টানাই। ১৫ আগস্ট উপলক্ষে ওই বিলবোর্ডে ছাত্রলীগ নেতা সজীব হোসেন জয়ের মেয়াদোত্তীর্ণ একটি প্রিন্ট ছিল। ফলে সজীবের অনুমতি নিয়েই ওই প্রিন্টের ওপর ২৬ মার্চের ফেস্টুনটি টানানো হয়।

এরপরও সজীব এই ফেস্টুনটি নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এ ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছেড়ে দেয়ায় শুক্রবার স্কুল মাঠের অনুষ্ঠানস্থলে সজীব তাদের ওপর চড়াও হয়। সজীব এ সময় দুটি পিস্তল হাতে নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে ৪-৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিতে স্কুলের গেটও ছিদ্র হয়ে যায়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটি গুলি কারখানার শ্রমিক উজ্জ্বলের গায়ে লাগে।